দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 05 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

টঙ্গীবাড়িতে এসএসসির ফরম পূরণে ব্যাপক অনিয়ম

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ॥ টঙ্গীবাড়ি উপজেলার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ হতে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হয়েছে। এ উপজেলার ১৭টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টি বিদ্যালয়ে কোচিংয়ের নামে এ অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বোর্ড ফরম পূরণ বাবদ ১৬৯৫ টাকা নির্ধারণ করলেও বিদ্যালয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছ হতে ৪-৫ হাজার টাকা আদায় করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অভিভাবক সদস্য জানান, আলু রোপণের এই মৌসুমে আমাদের সন্তানদের এত টাকা দিয়ে ফরম পূরণ করতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। তারপরও বাধ্য হয়ে সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে অতিরিক্ত ফি দিয়েই ফরম পূরণ করতে বাধ্য হচ্ছি। সরেজমিনে বেতকা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ওই বিদ্যালয়ে উপজেলার সবচেয়ে বেশি ৫১০০ টাকা থেকে ৫৩০০ টাকা ফরম পূরণ বাবদ আদায় করা হয়েছে। এর মধ্যে কোচিং বাবদ ৩৬০০ এবং ফরম পূরণ বাবদ ১৭০০ টাকা নেয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষার্থীরা। এছাড়া স্বর্ণগ্রাম রাধানাথ উচ্চ বিদ্যালয়, আবদুল্লাহপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, স্বর্ণগ্রাম রাধানাথ উচ্চ বিদ্যালয় ফরম পূরণ বাবদ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে চার হাজার থেকে চার হাজার ৫শ' টাকা, আবদুল্লাপুর উচ্চ বিদ্যালয় চার হাজার ৬শ' টাকা নেয়া হয়েছে। এদিকে উপজেলার ব্রাহ্মণভিটা উচ্চ বিদ্যালয়, পাঁচগাঁও আলহাজ ওয়াহেদ আলী দেওয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, বালিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, বানারী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, দিঘিরপার এসি ইনস্টিটিউট, পুরা ডিসি উচ্চ বিদ্যালয়, গণি করিম উচ্চ বিদ্যালয় ফরম পূরণের নামে চার হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বেতকা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দিন আল মামুন বলেন, সরকারী নির্ধারিত ফ্রি নেয়া হয়েছে। কোচিংয়ের বিষয়টি সে অস্বীকার করে অতিরিক্ত ক্লাস বাবদ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী টাকা নেয়া হয়েছে বলে জানান। এদিকে স্বর্ণগ্রাম রাধানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হাই সরকারী নিময় অনুযায়ী অতিরিক্ত ক্লাস বাবদ টাকা নেয়া হয়েছে বলে দাবি করেন। এ ব্যাপারে টঙ্গীবাড়ি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা খালেদা পারভীন জানান, অতিরিক্ত টাকা নেয়ার ব্যাপারে আমিও অভিযোগ পেয়েছি। সরেজমিনে গিয়ে অতিরিক্ত ক্লাস বাবদ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কিছু বিদ্যালয় এবং কিছু বিদ্যালয় নিয়ম বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত টাকা নেয়ার অভিযোগ পেয়েছি। অভিযুক্ত বিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।